দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... APR 22 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

165

বিএম কলেজ

# শিক্ষক বদলি নিয়ে ছাত্র কর্মচারী শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ বিএম কলেজের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির অন্যতম প্রবক্তা বলে পরিচিত একজন শিক্ষককে ওএসডি হিসেবে বদলি করা এবং ১৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে। এমন এক শিক্ষককে বদলি না করাকে কেন্দ্র করে কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক আদেশে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সাইদুল ইসলাম, খান হাবিবুর রহমান, খন্দকার ওয়ালিউল ইসলাম, আমির হোসেন এবং জাহিদুল ইসলামকে শিক্ষা অধিদপ্তরের ওএসডি হিসেবে বদলি করে তাদেরকে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে শিক্ষা অধিদপ্তরে রিপোর্ট করতে বলেছে। প্রথম ৩ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি এবং এতে প্রশ্রয় দেবার অভিযোগ রয়েছে। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে।

সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এসোসিয়েট প্রফেসর আমির হোসেন মিয়ার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। অবশ্য এ অভিযোগ সকল বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধেই রয়েছে।

কিন্তু কলেজের সাধারণ শিক্ষক-কর্মচারী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছে সাধারণ ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক জাহিদুল ইসলামকে ওএসডি হিসেবে বদলি করায়। তিনি কলেজে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির অন্যতম প্রবক্তা। এছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধেও তিনি সর্বদা উচ্চকণ্ঠের ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত।

জাহিদুল ইসলামকে ওএসডি করায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বিসিএস শিক্ষক সমিতি, উদীচী বরিশাল নাটকসহ বিভিন্ন সংগঠন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

অন্যদিকে পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এসোসিয়েট প্রফেসর ইউসুফ আলী খান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকারীদের প্রশ্রয়দাতাদের অন্যতম ব্যক্তি। তার বিরুদ্ধে কলেজের ডিগ্রি ছাত্রাবাসের ১৭ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এসব কারণে সম্প্রতি ছাত্রলীগ তাকে কলেজ থেকে বের করে দিয়েছে।